দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 FEB 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

অভিযোগ

ওয়াহিদ মাস্টারের চাকরি আছে কিন্তু তিনি চাকরি পাচ্ছেন না

(স্টাফ রিপোর্টার)

থানা শিক্ষা অফিসারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন এই তার অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি হিসাবে প্রথমে তার রেশন কার্ড বাতিল করা হল। তারপর এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল যাতে তিনি আর চাকরি করতে না পারেন। দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষক আবদুল ওয়াহিদ মাস্টার শত চেষ্টা আর আবেদন-নিবেদন করেও হারানো চাকরি ফিরে পাচ্ছেন না। বছরের পর বছর অতিবাহিত হচ্ছে। অনাহারে অর্ধাহারে পরমায়ু নিঃশেষ হচ্ছে তার। চাকরি ফিরে পাবেন এ আশায় সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিচ্ছে গত ৫ বছর যাবত তিনি। কিন্তু কিছুতেই যেন আমলাতন্ত্রের কঠিন পাথর নড়ছে না। হতাশ হয়ে অবশেষে তিনি এবার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে তার দুঃখের কথা জানিয়ে আবেদন করেছেন।

আবদুল ওয়াহিদের অভিযোগঃ ১৯৬২ সালের নবেম্বরে তিনি কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে চাকরিতে যোগ দেন। সেই থেকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকতার কাজ চালিয়ে আস

(৫ এর পৃঃ দ্রঃ)

ওয়াহিদ মাস্টার

(প্রথম পৃঃ পর)

ছিলেন। তারপর ১৯৭৮ সালের কথা। স্থানীয় থানা শিক্ষা অফিসারের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে আবদুল ওয়াহিদ তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগই তার কাল হলো। হঠাৎ একদিন দেখা গেল দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ এনে তাকে পাকুন্দিয়া থানার নিশ্চিন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। একই সঙ্গে কলাতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শূন্যপদে একজনকে বদলি করে আনা হয় এবং তাকে যেখানে বদলি করা হয়েছে সেই নিশ্চিন্তপুর স্কুলের শূন্য পদে অপর একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং আবদুল ওয়াহিদ কার্যতঃ চাকরি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কলাতলী স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে নিশ্চিন্তপুর স্কুলে গিয়ে দেখলেন সেখানেও আরেকজন শিক্ষক 'জয়েন' করে ফেলেছেন। আবদুল ওয়াহিদের চাকরি এখন কোথায় এবং কেনই বা এমন হয়রানি তা জানতে চেয়ে তিনি ডিপিআই অফিসে কয়েক দফা আবেদন করলে ডিপিআই তার বদলির আদেশ স্থগিত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু জেলা কর্তৃপক্ষ এক বছরেও সে নির্দেশ কার্যকর না করায় তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে অবশেষে দেড় বছর পর নিশ্চিন্তপুর স্কুলে তার স্থলে নিয়োজিত শিক্ষককে সরিয়ে তাকে চাকরিতে যোগ দিতে বলা হয়। যথারীতি কাজে যোগ দেন আবদুল ওয়াহিদ। কাজে যোগ দেয়ার পর এতদিনকার বকেয়া বেতন প্রদান এবং সার্ভিস বুক নিয়মিত করনের আবেদন জানালে দেড় বছর পর আবার তাকে অন্যত্র বদলী করা হয়। আবার সেই পুরানো খেলা। যেখানে তাকে বদলি করা হয় সেখানে সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ করা হয়েছে আরেকজন

'জয়েন' করবেন এ কথা কেউই বলতে পারে না। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি চাকরি থেকে ১৯৮৩ থেকে এ পর্যন্ত বহু লেখালেখির পরও তার এ সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। বিষয়টি নিয়ে যেন কারও তেমন মাথা ব্যথা নেই। তারমত গরীব শিক্ষকের জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় কর্তাদের। আবদুল ওয়াহিদের চাকরি আছে কিন্তু তিনি তা খুঁজে পাচ্ছেন না। এই জটিলতা নিরসনের শেষ চেষ্টা করতে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে অকায় এসেছেন।